জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

# প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
## সেলিম আল দীনের ৭১-তম জন্মজয়ন্তী পালিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ আগস্ট ২০২০।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ নাট্যাচার্য অধ্যাপক ড. সেলিম আল দীনের ৭১-তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালিত হয়েছে। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে বেলা এগারোটায় সেলিম আল দীনের সমাধিতে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার, স্বপ্নদল, দ্যাশ বাঙলা নাট্যদল, সেলিম আল দীন ফাউন্ডেশন, বুনন থিয়েটার, তালুকনগর থিয়েটার, অন্বিতা সেলিম আল দীন পাঠশালা, বঙ্গ থিয়েটার, জাগরণী থিয়েটার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে।
এর আগে সকাল 'অমর একুশ' প্রাঙ্গণ থেকে একটি শোভাযাত্রা শুরু হয়ে সেলিম আল দীনের সমাধি স্থলে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অন্যান্যের মধ্যে সেলিম আল দীনের শিল্পসঙ্গী নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, কলা ও মানবিকী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক, দেশের খ্যাতিমান নাট্যকর্মী, সংগঠক, নির্দেশক, সেলিম আল দীনের গুণগ্রাহী প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় নাট্যজন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. আফসার আহমদ ও অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ খান নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের জীবন ও নাট্য-অবদানের কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেলিম আল দীনের। তিনি নাটকের আঙ্গিক ও ভাষার ওপর গবেষণা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা নাটকের শিকড়সন্ধানী নাট্যকার সেলিম আল দীন ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিজ নাট্যে প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা নাটকের আপন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন।

পরে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে সেলিম আল দীনের নাট্যাংশ, কবিতা, গান প্রচার করা হয়। সেলিম আল দীন ১৯৮৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ২০০২ সালে কথাসাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে নান্দিকার পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাটক রচয়িতার পুরস্কার, একই বছর শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, ২০০১ সালে খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার পান। বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানীয় পুরস্কার একুশে পদক লাভ করেন ২০০৭ সালে। ১৯৯৫ সালে তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নাটকের ওপর গবেষণা করে পি-এইচ ডি অর্জন করেন।

মো. আবদুস সালাম মিঞা
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)